

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি UNESCO কর্তৃক পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

৩১ অক্টোবর ২০১৭, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা, ঢাকা

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

০২। আজ সমগ্র বাঙালী জাতির জন্য একটি বিশেষ আনন্দের দিন। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণটি জাতিসংঘের UNESCO এর Memory of the World International Register এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

০৩। Memory of the World International Register এর মূল উদ্দেশ্য হল পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং এ সকল তথ্যাদিতে সকলের access নিশ্চিতকরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে অতি তাৎপর্যপূর্ণ দলিলসমূহই কেবল মাত্র এই রেজিস্টারে স্থান পায়। একটি ১৪ সদস্য বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে এই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য আন্তর্জাতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ দলিলসমূহের নাম সুপারিশ করে।

০৪। আপনারা জানেন যে, ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি বাঙালী জাতির জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। এই ভাষণই সমগ্র বাঙালী জাতিকে পাকিস্তানি শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এই ভাষণটি আজও বাঙালী জাতিকে উজ্জীবিত করে এবং ভবিষ্যতেও বাঙালী জাতির প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে সমানভাবে আলোড়িত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

০৫। ঐতিহাসিক এই ভাষণ মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাঙালীর আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গৈথে বজ্র কণ্ঠে আপামর জনসাধারণকে মুক্তি সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তাই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

০৬। ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চের ভাষণের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ ভাষণটি আমাদের সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বশেষ মুদ্রিত সংবিধানের উপক্রমনিকায় ভাষণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে- “১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ তারিখে বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ জনসভায় এক ঐতিহাসিক ভাষণে আপামর জনসাধারণকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার ডাক দেন এবং ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”।

০৭। গত বছরের শুরুতে আমি UNESCO তে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জনাব শহীদুল ইসলাম কে এই ভাষণটি Memory of the World International Register এ অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে নির্দেশ প্রদান করি। পরবর্তীতে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সাথে পরামর্শক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত ভাষণের মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি UNESCO তে দাখিল করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় UNESCO এর সাথে এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রতিটি পর্যায়ে ভাষণটির স্বাতন্ত্র্য এবং ঐতিহাসিক মর্যাদা সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করে।

০৮। পরিশেষে দীর্ঘ যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার পর গতকাল ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে UNESCO এর মহাপরিচালক মিড ইরিনা বোকোভা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটিকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এযাবৎ সারা বিশ্বে মোট ৪২৭ টি দালিলিকে এ বিরল স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

০৯। এ স্বীকৃতির মাধ্যমে এক দিকে যেমন পৃথিবীর মানুষ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং বাঙ্গালী জাতির মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদিত ভূমিকার বিষয়টি আরও বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবে অপরদিকে এই কালোস্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় এবং মুক্তির পথে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। একইসঙ্গে এই অসাধারণ ভাষণ বাঙ্গালী জাতির এবং সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুপ্রেরণার অনন্য উৎস হিসেবে প্রেরণা যোগাবে।

PRESS RELEASE

**Ministry of Foreign Affairs, Dhaka
31 October 2017**

UNESCO recognizes the historic 7th March, 1971 Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as part of world's documentary heritage

The historic 7th March, 1971 speech of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been included in the Memory of the World International Register, a list of world's important documentary heritage maintained by UNESCO. The Director General of UNESCO, Irina Bokova, announced the decision on 30 October 2017, at the UNESCO Headquarters in Paris.

The Memory of the World International Register is a list of documents having global significance. The objective of creating the International Register is to ensure preservation of, and access to, documentary heritage in various parts of the world. A document to be included in the Memory of the World International Register has to satisfy UNESCO that the document bears immense significance and forms part of documentary heritage of the world at large. "The world will now get to know more about our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and our glorious Liberation War", said Foreign Minister Abul Hassan Mahmood Ali. He also said "The 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman provided inspiration to the Bengali people in their quest for freedom and emancipation. The speech also energised the entire nation and prepared the people for the forthcoming Liberation struggle. It also served as the ultimate source of inspiration for the countless freedom fighters who joined the Mukti Bahini. Bangabandhu's speech is played throughout the country during the various national occasions and continues to reverberate in hearts and minds of the Bengali people. This speech continues to enthrall our people and will continue to inspire succeeding generations".

The International Advisory Committee (IAC) is responsible for recommending whether or not a document qualifies for inclusion on the Memory of the World International Register. The International Advisory Committee during its meeting from 24 to 27 October 2017 recommended the 7th March speech for inscription on the Memory of the World International Register. The Memory of the World Register now includes a total of 427 documents and collection from all continents.